



219038 - ঈমান আনার কারণ ও না-আনার প্রতাবিন্দকতাগুলো কি কি?

প্রশ্ন

ঈমান আনার কারণ ও না-আনার প্রতাবিন্দকতাগুলো কি কি?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক: ঈমান আনার কারণসমূহ অনেক। যমেন-

১। ইলম অর্জন করা। আল্লাহ তাআলা বলেন: কনিতু তাদরে মধ্যযে যারা জ্ঞানে মজবুত তারা ও মুমনিগণ আপনার প্রতি যা নাযলি করা হয়েছে এবং আপনার আগে যা নাযলি করা হয়েছে তাতে ঈমান আনে।”[সূরা নসি, আয়াত: ১৬২]

২। সত্যকে গ্রহণ করা, অহংকার না করা। আল্লাহ তাআলা বলেন: “এটা আখরোতের সেরা আবাস যা আমরা নির্ধারণ করি তাদরে জন্ম যারা যমীনে উদ্ভত হতে ও বপিরয়য় সৃষ্টি করতে চায় না। আর শুভ পরিণাম মুতাকীদরে জন্ম।”[সূরা কাসাস, আয়াত: ৮৩]

৩। আল্লাহ তাআলার সৃষ্টিগত নিদর্শনগুলো নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা। আল্লাহ তাআলা বলেন: “আসমানসমূহ ও যমীনের সৃষ্টিতে রাত ও দিনের পরিবর্তনে নিদর্শনাবলী রয়েছে বোধশক্তিসম্পন্ন লোকদের জন্ম।” [সূরা আল ইমরান, আয়াত: ১৯০]

৪। মথিয়াপ্রতাপিনকারীদের পরিণতি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা। আল্লাহ তাআলা বলেন: “তারা কি যমীনে ভ্রমণ করেনি? তাহলে তারা জ্ঞানবুদ্ধিসম্পন্ন হৃদয় ও শ্রুতশিক্তিসম্পন্ন শ্রবণেরে অধিকারী হতে পারত।”[সূরা হাজ্জ, আয়াত: ৪৬]

৫। আল্লাহর পাঠানো কিতাব ও তাঁর শরয়ী নিদর্শনাবলী নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা। আল্লাহ তাআলা বলেন: “এক মুবারক কিতাব, এটা আমরা আপনার প্রতি নাযলি করছি, যাতো মানুষ এর আয়াতসমূহে গভীরভাবে চিন্তা করে এবং যাতো বোধশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিরি গ্রহণ করে উপদেশে।”[সূরা সোয়াদ, আয়াত: ২৯]

৬। কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ না করা। আল্লাহ তাআলা বলেন: “সুতরাং আপনি আহ্বান করুন এবং দৃঢ় থাকুন, যভাবে আপনি আদর্শিত হয়েছেন। আর আপনি তাদরে খয়োল-খুশীর অনুসরণ করবেন না; এবং বলুন, আল্লাহ্ যাকে কিতাব নাযলি করেছেন আমি



ততঃ ঈমান এনছে।”[সূরা শূরা, আয়াত: ১৫]

৭। ঈমানদারদের সঙ্গ গ্রহণ এবং কাফরে ও পাপীদের সঙ্গ ত্যাগ: আল্লাহ তাআলা বলেন: “যালমি ব্যক্তি সদিনে নজিরে দু’হাত দংশন করতে করতে বলবে, হায়, আমি যদি রাসুলের সাথে কোন পথ অবলম্বন করতাম। হায়, দুর্ভাগে আমার, আমি যদি অমুককে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম। আমাকে তো সে বিভ্রান্ত করছিল আমার কাছে উপদেশে পটৌছার পর। আর শয়তান তো মানুষের জন্য মহাপ্রতারক।”[সূরা ফুরক্বান, আয়াত: ২৭-২৯]

৮। সুস্থ-সরল ববিকেকে কাজে লাগানো। আল্লাহ তাআলা বলেন, “আর তারা বলবে, ‘যদি আমরা শুনতাম অথবা ববিকে-বুদ্ধি প্রয়োগ করতাম, তাহলে আমরা জলন্ত আগুনের অধবাসী হতাম না।’”[সূরা মুলক, আয়াত: ১০]

৯। ভাল কাজ পছন্দ করা এবং কুফুরি ও পাপ কাজকে ঘৃণা করা। আল্লাহ তাআলা বলেন: “কিন্তু আল্লাহ তোমাদের কাছে ঈমানকে প্রিয় করছেন এবং সটোক তে তোমাদের হৃদয়গ্রাহী করছেন। আর কুফুরী, পাপাচার ও অবাধ্যতাকে করছেন তোমাদের কাছে অপ্রিয়।”[সূরা হুজুরাত, আয়াত: ৭]

১০। সব কারণে সবচেয়ে বড় কারণ হচ্ছে, আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা ও বান্দার জন্য ভাল তাকদীর নির্ধারণ করে রাখা। আল্লাহ তাআলা বলেন, “আর আল্লাহ শান্তির আবাসে দিকে আহ্বান করেন এবং যাকে ইচ্ছা সরল পথে পরিচালিত করেন।”[সূরা ইউনুস, আয়াত: ২৫]

দুই:

ঈমান না-আনার প্রতবিন্দুকতাও অনকে। যমেন-

১। অজ্ঞতা এবং ঈমানী মহান শিক্ষা ও দিক নির্দেশনাগুলো না জানা। আল্লাহ তাআলা বলেন: “বরং তারা যে বিষয়ে জ্ঞান আয়ত্ত করেনি তাতে মথিয়ারোপ করছে, আর যার প্রকৃত পরিণতি এখনও তাদের কাছে আসেনি। এভাবেই তাদের পূর্ববর্তীরাও মথিয়া আরোপ করছিল, কাজেই দেখুন, যালমিদের পরিণাম কি হয়েছে।”! [সূরা ইউনুস, আয়াত: ৩৯] আল্লাহ তাআলা আরও বলেন, “কিন্তু তাদের অধিকাংশই মূর্খ।”[সূরা আনআম, আয়াত: ১১১] আল্লাহ তাআলা আরও বলেন, “কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না।”[সূরা আনআম, আয়াত: ৩৭]

২। হিংসা ও বদ্বিষে; যা হচ্ছে ইহুদীদের বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ তাআলা বলেন, “কতিবীদের অনেকেই চায়, যদি তারা তোমাদেরকে তোমাদের ঈমান আনার পর কাফরেরূপে ফরিয়ে নিতে পারত! সত্য স্পষ্ট হওয়ার পরও তাদের নজিদের পক্ষ থেকে বদ্বিষেবশতঃ (তারা এটা করে থাকে।)” [সূরা বাক্বারা, আয়াত: ১০৯]

৩। অহংকার। আল্লাহ তাআলা বলেন: “যমীনে যারা অন্যায়ভাবে অহংকার করে বেড়ায় আমার নদর্শনসমূহ থেকে আমি তাদের



অবশ্যই ফরিয়ি়ে রাখব। আর তারা প্রত্যকেটিনদির্শন দখেলো তাতো ঈমান আনবে না এবং তারা সৎপথ দখেলো এটাকে পথ বলে গ্রহণ করবে না, কনিত্তু তারা ভুল পথ দখেলো সটোকো পথ হিসেবে গ্রহণ করবে। এটা এ জন্য যো, তারা আমাদরে নদির্শনসমূহে মথিয়ারোপ করছেো এবং সো সম্বন্ধে তারা ছলি গাফলে।”[সূরা আরাফ, আয়াত: ১৪৬]

৪। সত্য থকে মুখ ফরিয়ি়ে নয়ো ও সত্যকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করা। আল্লাহ তাআলা বলনে: “অতঃপর যদি তারা মুখ ফরিয়ি়ে নয়ো, তবে আপনাকে তো আমরা এদরে রক্ষক করে পাঠাইনি।”[সূরা শূরা, আয়াত: ৪৮] আল্লাহ তাআলা আরও বলনে, “পূর্বে যা ঘটছেো তার কচ্ছু সংবাদ আমরা এভাবে আপনার নকিট বর্ণনা করি। আর আমরা আমাদরে নকিট হতে আপনাকে দান করছেো যকির। এটা থকে যো বমিখ হবো, অবশ্যই সো কয়িমতরে দনি মহাভার বহন করবে। সটোতে তারা স্থায়ী হবো এবং কয়িমতরে দনি তাদরে জন্য এ বোঝা হবো কত মন্দ!”[সূরা ত্বা-হা, আয়াত: ৯৯-১০১] আল্লাহ তাআলা আরও বলনে, “অতএব আপনি তাকে উপকেশা করে চলুন যো, আমাদরে স্মরণ থকে বমিখ হয় এবং কবেল দুনিয়ার জীবনই কামনা করে।”[সূরা নাজম, আয়াত: ২৯] আল্লাহ তাআলা আরও বলনে: “আর যো রহমানরে যকিরি থকে বমিখ হয় আমরা তার জন্য নয়িজোতি করি এক শয়তান, অতঃপর সো হয় তার সহচর।”[সূরা যুখরুফ, আয়াত: ৩৬]

৫। ঈমানকে বুঝার পরে, দললি জানার পরেও প্রত্যাখ্যান করা, গ্রহণ না করা। জানার পরেও হঠকারতি করা। আল্লাহ তাআলা বলনে: “আমরা যাদরেকে কতিব দয়িছেো তারা তাকে সন্নোপ চনিে যরোপ চনিে তাদরে সন্তানদেরকে। যারা নজিরোই নজিদে কষতি করছেো, তারা ঈমান আনবে না।”[সূরা আনআম, আয়াত: ২০] আল্লাহ তাআলা আরও বলনে, “অতঃপর তারা যখন বাঁকা পথ অবলম্বন করল তখন আল্লাহ তাদরে হৃদয়কে বাঁকা করে দলিনে। আর আল্লাহ ফাসকি সম্প্রদায়কে হদোয়াত করনে না।”[সূরা সাফফ, আয়াত: ৫] আল্লাহ তাআলা আরও বলনে, “এভাবেই ফরিয়ি়ে নয়ো হয় তাদরেকে যারা আল্লাহর নদির্শনাবলীকে অস্বীকার করে।”[সূরা গাফরে, আয়াত: ৬৩]

৬। বলিসতিয় ডুবো থাকা, নয়োমতরে অপচয় করা। আল্লাহ তাআলা বলনে, “আর যারা কুফরী করেছো যদেনি তাদরেকে জাহান্নামরে সামনে পশো করা হবো (সদেনি তাদরেকে বলা হবো) “তোমরা তোমাদরে দুনিয়ার জীবনইে যাবতীয় সুখ-সম্ভার নয়ি়ে গছেো এবং সগোলো উপভোগও করেছো। সুতরাং আজ তোমাদরেকে দয়ো হবো অবমাননাকর শাস্তি; কারণ তোমরা যমীনে অন্যায়ভাবে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করতে এবং তোমরা নাফরমানী করতে।”[সূরা আহকাফ, আয়াত: ২০] আল্লাহ তাআলা আরও বলনে, “ইতোপূর্বে তারা তো মগ্ন ছলি ভোগ-বলিসো।”[সূরা ওয়াক্বয়্যা, আয়াত: ৪৫]

৭। সত্যকে ও সত্য গ্রহণকারীকে তুচ্ছ-তাচ্ছলি় করা। আল্লাহ তাআলা নূহ আলাইহিসি সালাম এর এর উম্মত সম্পর্কে বলনে, তারা বলল, “আমরা কতিতোমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করব অথচ তোমার অনুসরণ করেছো নীচুজাতরো।”[সূরা ওয়াক্বয়্যা, আয়াত: ১১১]

৮। পাপ কাজ করা ও আল্লাহর আনুগত্য থকে বরোয়ি়ে শয়তানরে আনুগত্য করা। আল্লাহ তাআলা বলনে, যারা অবাধ্য হয়েছো



এভাবেই তাদের সম্পর্কে আপনার রবরে বাণী সত্য প্রতাপিন্ন হয়েছে যে, তারা ঈমান আনবে না।” [সূরা ইউনুস, আয়াত: ৩৩]

৯। অন্তররে কাঠনিযতা। আল্লাহ তাআলা বলেন, “সুতরাং যখন আমাদের শাস্তি তাদের উপর আপততি হল, তখন তারা কনে বনীত হল না? কনিতু তাদের হৃদয় নষ্টিুর হয়েছিল এবং তারা যা করছিলি শয়তান তা তাদের দৃষ্টিতে শোভন করছিলি।” [সূরা আনআম, আয়াত: ৪৩]

১০। আল্লাহ যা নাযলি করছেন সটোকে অপছন্দ করা। আল্লাহ তাআলা বলেন, “আর যারা কুফরী করছে তাদের জন্য রয়েছে ধ্বংস এবং তিনি তাদের আমলসমূহ ব্যর্থ করে দিয়েছেন। এটা এজন্যে যে, আল্লাহ যা নাযলি করছেন তারা তা অপছন্দ করছে। কাজেই তিনি তাদের আমলসমূহ নষ্টিফল করে দিয়েছেন।” [সূরা মুহাম্মদ, আয়াত: ৮-৯]

আল্লাহই ভাল জানেন।